বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

(প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট,১৯৭৪(২৫/১৯৭৪)এর অধীনে গঠিত)
৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

মামলা নং-৩/২০১৭

জনাব প্রশান্ত কুমার মজুমদার — ফরিয়াদী
পিতাঃ স্বর্গীয় নারায়ন চন্দ্র মজুমদার
সেকশন অফিসার (জনসংযোগ),
রেজিস্ট্রারের কার্যালয়,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়,
শাহবাগ, ঢাকা।

বনাম

সম্পাদক — প্রতিপক্ষ
দি ডেইলি স্টার
৬৪-৬৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা-১২১৫।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান
২। জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ — সদস্য
৩। জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত — সদস্য

ফরিয়াদী	ঃ	স্বয়ং উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	ঃ	উপস্থিত
শুনানীর তারিখ	ঃ	১৯/১০/২০১৭ খ্রিঃ, ০৭/১১/২০১৭খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৭খ্রিঃ
রায়ের তারিখ	ঃ	১৮/০১/২০১৮খ্রিঃ

রায়

ফরিয়াদীর আর্জিঃ

ফরিয়াদী আর্জিতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বাংলাদেশের একটি খ্যাতিমান চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান **"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়"** শাহবাগ, ঢাকা, রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের সেকশন অফিসার (জনসংযোগ) হিসাবে কর্মরত আছেন। অত্র অভিযোগ দায়েরের জন্য রেজিস্ট্রার মহোদয়ের নিকট হতে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে মামলা রুজু করেছেন। বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট এবং অসত্য সংবাদ প্রকাশ করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি চিকিৎসাশাস্ত্রের উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করা সহ মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের ও বর্হিবিশ্ব থেকে চিকিৎসা বিষয়ে অধ্যয়ন করতে অনেক ছাত্র-ছাত্রী আসে। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করে থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নামে নামকরণ করা হয়েছে **"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়"** এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা বিদ্যাপিঠ এবং একমাত্র

স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুন্ন করার মানসে প্রতিপক্ষ অসত্য এবং মিথ্যা সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা করেছেন।

প্রতিপক্ষের সম্পাদনায় প্রকাশিত The Daily Star পত্রিকায় যে সকল সংবাদ প্রকাশ করেছেন তা নিম্নরূপঃ

২০/০১/২০১৭-VC of BSMMU assaults pro-VC, ২৩/০১/২০১৭- Meeting to ease BSMMU tension distrupts services, ২৩/০১/২০১৭-When Dogs act like children, ২৫/০১/২০১৭-assaults on pro-VC Nasim asks BSMMU VC to apologise, ২৮/০১/২০১৭-BSMMU recruits 200 nurses amid irregularities, ২৯/০১/২০১৭-Nurse Recruitment BSMMU to investigate anomalies,

০২/০৪/২০১৭- Lone Medical University Running without emergency unit since inception in 1998, ০৪/০৪/২০১৭- BSMMU Nurse Recruitment proof not found against anomalies or assault by VC and ০৯/০৪/২০১৭- Cardiology dept choked by equipment Shortage। ফরিয়াদী উল্লেখ করেছেন উপরে উল্লেখিত শিরোনামে প্রকাশিত সকল সংবাদ প্রতিবেদন আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক, মিথ্যা, বানোয়াট ও ভুয়া এবং উক্তরূপ কাল্পনিক ভুয়া সংবাদ প্রকাশ করে একটি চলমান সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জনসম্মুখে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। প্রতিপক্ষ কর্তৃক সংবাদ/প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগগুলি পরীক্ষা করার জন্য অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি গত ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে অনুসন্ধান প্রতিবেদন বা তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করে যাতে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের বা নার্স নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়ে কোন অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি।

The Daily Star পত্রিকায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ বিষয়ে ফরিয়াদীর বক্তব্য এই যে, প্রকাশিত সংবাদসমূহ কাল্পনিক, ভুল তথ্য সম্বলিত ও সত্য বিবর্জিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে প্রকাশিত সংবাদসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে আসার পর সিন্ডিকেট অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে এবং উক্ত কমিটি অনুসন্ধান করে ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে রিপোর্ট পেশ করে। তারপরও পূর্বের অসত্য ঘটনার জের টেনে প্রতিপক্ষ ধারাবাহিক ভাবে অসত্য ও কাল্পনিক সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ পূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে।

প্রতিপক্ষ নার্স নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম/দুর্নীতির কথা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী, মাননীয় সংসদ। কমিটি নার্স নিয়োগের ব্যাপারে কোন রকম দুর্নীতির তথ্য উপাত্ত খুঁজে পায়নি অথচ প্রতিপক্ষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সংবাদ প্রতিবেদন Repeatation করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশকে বিক্ষুব্ধ করার চেষ্টা করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় মূলতঃ একটি চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইমার্জেন্সি বিভাগ প্রতিষ্ঠার কাজ ইতিমধ্যে ৭৫% ভাগ সম্পূর্ণ হয়েছে অথচ প্রতিপক্ষ সংবাদ শিরোনামে Lone Medical University Running without emergency unit since inception in 1998 প্রতিবেদন দিয়েছে অথচ অত্র প্রতিষ্ঠানে অতি জরুরী চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনে বর্হিবিভাগে ও কেবিনে বা ওয়ার্ডে ভর্তি করে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু না লিখে বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জনমনে অহেতুক সন্দেহের সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রতিপক্ষ ০৯/০৪/২০১৭ তারিখে Cardiology dept choked by equipment Shortage শিরোনামে আরো একটি বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রকাশ করেছে যাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হৃদরোগ জনিত চিকিৎসা ব্যবস্থা সংক্রান্তে জনমনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রতিপক্ষ অকারণে অসত্য, ভুয়া, ভিত্তিহীন, কাল্পনিক, বানোয়াট, বিভ্রান্তিকর ও বিদ্বেষমূলক সংবাদ/ প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে প্রচার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে এবং তদ্রুপ সংবাদ প্রকাশ করে The Daily Star পত্রিকার অগণিত পাঠকের সহিত প্রতারণা করেছে।

প্রতিপক্ষ তাঁর The Daily Star পত্রিকায় মিথ্যা, তথ্যবিহীন, বিভিন্ন শিরোনামে অসত্য সংবাদসমূহ প্রকাশ করেছে। ফরিয়াদী মাননীয় রেজিস্ট্রার মহোদয়ের নির্দেশক্রমে গত ০৫/০৪/২০১৭, ০৬/০৪/২০১৭, এবং ১০/০৪/২০১৭ তারিখে সরাসরি ডাকযোগে ও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছে কিন্তু প্রতিপক্ষ উক্ত প্রতিবাদ সমূহের কোন গুরুত্ব দেননি বা প্রতিবাদ লিপি যথাযথ ভাবে প্রকাশ করেননি।

প্রতিপক্ষ মিথ্যা, বানোয়াট, কাল্পনিক, ভুয়া, আক্রোশমূলক এবং অসত্য সংবাদ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে বিধায় ফরিয়াদী বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসাবে নিজে একই ভাবে ব্যথিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, যা টাকার অংকে পূরণ কর সম্ভব হবে না।

প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণিত Code of Conduct 1993 (As amended 2002) অনুসরণ না করে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, যার উপযুক্ত প্রতিকার পাওয়ার জন্য ফরিয়াদী আবেদন করেছে।

প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপি প্রাপ্তির পরও প্রতিবাদ লিপি না ছাপানোর প্রেক্ষিতে মামলা দায়ের করার কারণ উদ্ভব হয়েছে এবং বর্তমানে ও বলবৎ আছে।

ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২ ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করার জন্য প্রার্থনা করেছে।

প্রতিপক্ষের জবাবঃ

ফরিয়াদীর অভিযোগ অস্বীকার করে প্রতিপক্ষ নিবেদন করেন যে, অত্র মামলার প্রতিপক্ষ স্বনামধন্য ইংরেজি পত্রিকা "The Daily Star" এ ৯টি সংবাদ বিভিন্ন শিরোনামে প্রতিবেদন আকারে বিভিন্ন তারিখে প্রকাশিত হয় যা বিভিন্ন সূত্র ও মাধ্যম থেকে সংগৃহীত।

অত্র মামলার প্রতিপক্ষের প্রকাশিত পত্রিকায় সাংবাদিক কর্তৃক বিভিন্নভাবে যাচাই বাছাই পূর্বক উক্ত প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ করা হয়েছে যা কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নয়। উক্ত প্রকাশিত সংবাদগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান কিছু অনিয়ম এবং অনাকাঙ্খিত ঘটনা তুলে ধরা যাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে দেশের একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক অবস্থা পুনর্বহালের উদ্যোগ নেন।

The Daily Star, প্রথম আলো, সমকাল এবং বাংলাদেশ প্রতিদিন সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতেই একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনেও বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অস্থিরতার কথা উঠে এসেছে, যা কিনা একটা প্রতিষ্ঠানের সুস্থ পরিবেশের অনুকূল নয়।

প্রতিপক্ষ তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে, যা অত্র মামলার নথির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, এতে দেখতে পান যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর সিনিয়র কর্মকর্তা তথা ভিসি এবং প্রো-ভিসির মধ্য একটা দ্বন্দ্ব বিদ্যমান এবং তদন্ত কমিটির কাছে অন্যান্য কর্মকর্তাদের দেয়া বক্তব্যেও তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রতিপক্ষ অত্র মামলার উল্লেখিত বিভিন্ন অভিযোগ অস্বীকার করে নিবেদন করে যে, অত্র পত্রিকার যিনি রিপোর্টগুলো তৈরিতে যে সমস্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন তা তার নিজের মনগড়া নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত। প্রতিপক্ষের প্রকাশিত পত্রিকা শুধুমাত্র ঐ সমস্ত দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সরবরাহকৃত তথ্যগুলোর সত্য মিথ্যা যাচাই করে পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন, যা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন বা আঘাত করার জন্য নয়।

অত্র মামলার প্রতিপক্ষ নিশ্চিত করে বলতে চান যে, উক্ত সংবাদগুলো প্রকাশের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উভয় পক্ষের বক্তব্য নিয়েই তা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কর্তৃক প্রো-ভিসিকে হেনস্থা করার অভিযোগের খবর। অন্য আরো কয়েকটা পত্রিকার মতো The Daily Star ও অভিযোগের খবরটি প্রকাশ করে এবং প্রকাশিত সংবাদে ভিসির বক্তব্য ও প্রকাশিত হয়, যাতে ভিসি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বিভিন্ন অভিযোগ এবং নার্স নিয়োগের দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করার জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উক্ত অভিযোগগুলোর সত্যতা পায়নি বলে রিপোর্ট দিলে The Daily Star সে খবরটিও প্রকাশ করেছে।

The Daily Star পত্রিকার এটাই মানদন্ড। প্রতিপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত রিপোর্ট ছেপেছে। তাই প্রতিপক্ষ কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে হেয় করার জন্য কোন সংবাদ প্রকাশ করেনি বরং সত্য ও বাস্তবধর্মী সংবাদ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রতিপক্ষ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় **"Lone Medical University Running without emergency unit since inception in 1998"** বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদটি কোন ভুল তথ্যের ভিত্তিতে বা কাউকে আঘাত করার জন্য প্রকাশ করা হয়নি, বরং সংবাদটি যে বস্তুনিষ্ঠ সেটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবাদলিপিতেও প্রকাশ পেয়েছে। উক্ত সংবাদে প্রতিপক্ষ বলছে যে ইমার্জেন্সি ইউনিট প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। যার অর্থ হলো এখনো ইমার্জেন্সি ইউনিট নেই। ইমার্জেন্সি ইউনিট আছে বলে কর্তৃপক্ষও কোন দাবি করতে পারেনি। তারা বলেছেন যে, ইমার্জেন্সি ইউনিট প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে এবং ৭৫ ভাগ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। অতএব, প্রতিপক্ষ বহুল এবং সত্যনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ কোন ভাবেই কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করেনি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করেনি।

প্রতিপক্ষ কর্তৃক তার পত্রিকায় বিগত ০৯/০৪/২০১৭ তারিখে প্রকাশিত **"Cardiology dept choked by equipment Shortage"** প্রতিবেদনটি উক্ত ডিপার্টমেন্ট এর বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট এর শিক্ষকরাও যন্ত্রপাতির স্বল্পতার কথা স্বীকার করেছেন। এমনকি ভিসি নিজেও বলেছেন যন্ত্রপাতির স্বল্পতা দুর করতে তিনি প্রয়োজনীয় উদ্দ্যোগ নিয়েছেন, যা আমাদের উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পাঠানো প্রতিবাদ লিপিতেও আমাদের সংবাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ করেনি। তবে ভিসির বক্তব্যের পাশাপাশি প্রতিবেদনে অন্যান্য কর্মকর্তাদের বক্তব্য উল্লেখ করায় এর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এমন প্রতিবাদের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন না বলেই প্রতিয়মান হয়। কেননা কোন ঘটনা নিয়ে সংবাদ প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বক্তব্য থাকে। The Daily Star উক্ত প্রতিবেদনেও সকল পক্ষের বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

মামলার প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রেরিত প্রতিবাদলিপিগুলো সঠিক সময়ে প্রকাশ না করার যে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে তার কারণ হিসাবে প্রতিপক্ষ দৃঢ়ভাবে নিবেদন করে যে, উক্ত প্রতিবাদগুলো প্রাপ্তির পর The Daily Star প্রতিবাদলিপিতে উল্লেখিত বিষয়গুলো পুনঃঅনুসন্ধান করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয় যার কারণে প্রতিবাদ লিপিগুলো প্রকাশে বিলম্ব হয়, যা ইচ্ছাকৃত নয়।

প্রতিবাদ লিপিগুলো বিগত ১১/০৫/২০১৭ তারিখে অত্র প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত The Daily Star পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

মামলার বাদী পক্ষের আনীত দাবি বা অভিযোগ কোন যুক্তি নির্ভর না হওয়ার কারণে তা সরাসরি খারিজযোগ্য।

মামলার কোন হেতু না থাকায় মামলাটি সরাসরি খারিজযোগ্য। পরিশেষে, প্রতিপক্ষের লিখিত জবাব গ্রহণপূর্বক মামলাটি খারিজ করার জন্য আবেদন করেন।

ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরঃ

ফরিয়াদী প্রতিপক্ষের জবাব প্রাপ্তির পর প্রতিউত্তর দাখিল করে এবং প্রতিপক্ষের জবাবে উল্লেখিত সমুদয় বক্তব্য প্রত্যাখান করে নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ তদন্ত রিপোর্টের অনুলিপি প্রাপ্তির পরও সে আলোকে কোন খবর/সংবাদ প্রকাশ করেনি। প্রতিপক্ষ তদন্ত রিপোর্ট পড়ে জবাব দাখিল করেছে মর্মে প্রতিয়মান হয় কিন্তু অনুসন্ধান রিপোর্টটি অসত্য বা প্রভাবান্বিত হয়ে করেছেন তা বলেনি। অনুসন্ধান কমিটিতে ছিলেন যথাঃ ১। ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন ও সদস্য, ২। অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রাক্তন উপাচার্য ও প্রাক্তন অধ্যাপক, ভাইরোলজি বিভাগ, বিএসএমএমইউ ও সদস্য, ৩। মোঃ মাহবুব আলী, সংসদ সদস্য, ৪। সরদার আবুল কালাম, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ৫। মনজুরুল আহসান বুলবুল, সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট, ৬। অধ্যাপক মোঃ সানোয়ার হোসেন, সভাপতি, বিসিপিএস, ৭। ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফারজী, সংসদ সদস্য এবং সভাপতি, অনুসন্ধান কমিটি। কমিটি বিগত ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে মতামত এবং কিছু সুপারিশ সহ প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। মতামত ও সুপারিশগুলো হলোঃ-

মতামতঃ-

"১। উপাচার্য মহোদয় কর্তৃক প্রো-ভিসি (শিক্ষা) মহোদয়কে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি।

২। সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ৫৯ তম সভায় ৪০০জন সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তীব্র নার্স সংকট সৃষ্টি হয়েছিল সেহেতু হাসপাতালে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখার স্বার্থে প্রশাসন কর্তৃক ২০০ জন নার্স নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার নার্স নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সুবিধা দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

*৩। ১৭/০১/২০১৭ তারিখ "বাংলাদেশ প্রতিদিন" ও "আমাদের সময়" পত্রিকায় প্রকাশিত নার্স নিয়োগ সংক্রান্ত খবরে নিয়োগ পরীক্ষা কার্যক্রমকে বিতর্কিত করেছে এবং ২০/০১/২০১৭ তারিখ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত **"উপাচার্য কর্তৃক প্রো-ভিসি (শিক্ষা) লাঞ্ছিত"** খবরে বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসক মহলের সম্মানহানি হয়েছে এবং উপাচার্য মহোদয়েরও সামাজিক মর্যাদা ও ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।*

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজ কর্ম সাময়িকভাবে ব্যহত হয়েছে।

৫। প্রো-ভিসি (শিক্ষা) মহোদয়ের উথাপিত কোন অভিযোগেরই সত্যতা পাওয়া যায়নি"।

সুপারিশঃ-

"১। বিশ্ববিদ্যালয় ও উপাচার্যের বিরুদ্ধে মানহানিকর কার্যক্রম যথাযথ কর্তৃপক্ষকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করা হলো।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সামগ্রিক পরিস্থিতি অবনতির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হলো। ভবিষ্যতে এহেনো অবস্থার সৃষ্টির কেউ প্রয়াস পেলে তারা বা তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সামগ্রিক পরিস্থিতি ও নার্স নিয়োগ সম্পর্কিত অসত্য সংবাদ প্রকাশ করে দেশে ও বিদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং উপাচার্য মহোদয়ের সম্মান মর্যাদার হানি হয়েছে বিধায় অসত্য সংবাদ প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকার বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মামলা করার সুপারিশ করা হলো।

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য গণমাধ্যমে দেয়ার জন্য উপাচার্য মহোদয় বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি মুখপাত্র হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বাহিরে কেউ তথ্য প্রচার করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হলো"।

অনুসন্ধান কমিটির মতামত ও সুপারিশের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রতিপক্ষ তার জবাবের শেষ পৃষ্ঠায় ১০ (ঝ)

"অত্র মামলার প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারী প্রেরিত প্রতিবাদলিপিগুলো সঠিক সময়ে প্রকাশ না করার যে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে তার কারণ হিসাবে প্রতিপক্ষ দৃঢ়ভাবে নিবেদন করে যে, উক্ত প্রতিবাদগুলো প্রাপ্তির পর The Daily Star প্রতিবাদলিপিতে উল্লেখিত বিষয়গুলো পুনঃঅনুসন্ধান করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয় যার কারণে প্রতিবাদ লিপিগুলো প্রকাশে বিলম্ব হয়, যা ইচ্ছাকৃত নয়।প্রতিবাদ লিপিগুলো বিগত ১১/০৫/২০১৭ তারিখে অত্র প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত The Daily Star পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়"।

ফরিয়াদী অত্র মামলা দায়ের করেন গত ৩০/০৪/২০১৭ তারিখে এবং মাননীয় কাউন্সিল এর পক্ষে প্রতিপক্ষকে নোটিশ প্রেরণ করা হয় ০২/০৫/২০১৭ তারিখে। প্রতিপক্ষ অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনটি ছাপান ১১/০৫/২০১৭তারিখে অর্থাৎ মামলা দায়ের করার পর যখন এ সকল বিষয়ের উপর কোনকিছু ছাপানো বা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার জন্য মাননীয় কাউন্সিলের নির্দেশ ছিল। প্রতিপক্ষ BSMMU rejoinders our replies শিরোনামে প্রতিবাদ লিপি গত ১১/০৫/২০১৭ তারিখে The Daily Star পত্রিকায় ছাপায়। প্রতিপক্ষ উক্তরূপ প্রতিবাদলিপি মনগড়া মন্তব্যসহ মামলা চলাকালীন সময় প্রকাশ করে কাউন্সিল এর আচরণবিধি ভঙ্গ করেছে।

প্রতিপক্ষ নার্স নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে মর্মে মিথ্যা, বানোয়াট সংবাদ ছাপিয়ে কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে বা অনুসন্ধান ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা বিশেষ করে ভিসি জনাব ডাঃ কামরুল হাসান খান মহোদয়কে জনসম্মুখে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সম্মানহানি ঘটিয়েছে যার জন্য প্রতিপক্ষকে ভর্ৎসনা করা আবশ্যক।

সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ যাতে ভবিষ্যতে সর্তক হয় সেই মর্মে সর্তক করতে এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও তথ্য বর্হিভূত মর্মে মন্তব্য সহকারে মামলা নিষ্পত্তি করার আবেদন করেন।

প্রতিপক্ষ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দেশের একটি খ্যাতিমান চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মিথ্যা, অসত্য, কুরুচিপূর্ণ, কাল্পনিক, বানোয়াট এবং মানহানিকর সংবাদ/প্রতিবেদন প্রকাশ করে ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। যে কারণে প্রতিপক্ষকে ভবিষ্যতে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে অধিকতর দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য সর্তক করা একান্ত আবশ্যক।

যুক্তিতর্কঃ

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ উপস্থিত আছেন। ফরিয়াদীর বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক উপাস্থাপন কালে ফরিয়াদীর আর্জি এবং প্রতিউত্তর পড়ে শুনান এবং ডেইলী স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত ২০/০১/২০১৭, ২৩/০১/২০১৭, ২৫/০১/২০১৭, ২৮,০১/২০১৭, ২৯/০১/২০১৭, ০২/০৪/২০১৭ এবং ০৯/০৪/২০১৭ তারিখের সংবাদ প্রতিবেদনগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে প্রচারিত সংবাদগুলি অতিরঞ্জিত এবং আপত্তিকর। তিনি বলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা বিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। একটি খ্যাতিমান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে অস্থিতিশীল করার মানসে এই প্রতিবেদনগুলি প্রচার করা হয়েছে। তিনি বলেন বিভিন্ন খবর প্রকাশের পর পরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় এর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সিনেটের ২৮/০১/২০১৭ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে ও সিনিয়র নার্স নিয়োগ বিষয়ে সত্য উদঘাটন করার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে এবং উক্ত কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী। কমিটি অনুসন্ধান পূর্বক ২৯/০৩/২০১৭ তারিখে তাদের মতামত এবং সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত কমিটি উপাচার্য মহোদয় কর্তৃক প্রো-ভিসি (শিক্ষা) মহোদয়কে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার কোন প্রমাণ পায়নি এবং সিনিয়র নার্স নিয়োগের ক্ষেত্রে ও মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের কোন সংশ্লিষ্টতা পায়নি। কমিটির প্রতিবেদনটি সাংবাদিকদের অবগতির জন্য বিতরণ করতে রেজিস্ট্রারকে দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর The Daily Star পত্রিকা ০৪/০৪/২০১৭ তারিখে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে প্রতিবেদক ০৪/০৪/২০১৭ তারিখে সংবাদ প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বে কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত অনুসন্ধান রিপোর্টের প্রতি প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ডাঃ এ.এস.এম জাকারিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যদিও একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি অনুসন্ধান পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কিন্তু এহেন আচরণ কোন সাংবাদিকতার রীতিতে পড়ে না বরং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য করা হয়েছে। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কমিটি কর্তৃক অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশের পর ০৫/০৪/২০১৭ তারিখে প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেন কিন্তু উক্ত প্রতিবাদপত্র প্রাপ্তির পরও প্রতিবাদটি The Daily Star কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচার করেনি, এতে প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত আচরণবিধি লংঘণ করেছে। তিনি বলেন, প্রতিপক্ষ প্রতিবাদ পত্রের সারাংশ ছাপিয়েছেন ১১/০৫/২০১৭ তারিখে কিন্তু এতে প্রতিবাদ পত্রের বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেনি এবং এখানেও

প্রতিপক্ষ তাঁর মনগড়া বক্তব্য ছেপেছেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন, ফরিয়াদী মামলা দায়ের করেন ৩০/০৪/২০১৭ তারিখে এবং কাউন্সিল প্রতিপক্ষকে নোটিশ প্রেরণ করেন ০২/০৫/২০১৭ তারিখে আর প্রতিবাদ ছেপেছে ১১/০৫/২০১৭ তারিখে মামলা চলাকালিন সময়ে যদিও কাউন্সিল নোটিশের মাধ্যমে এ ব্যাপারে কোন কিছু প্রকাশ করা থেকে বারণ করেছিল। প্রতিপক্ষ এহেন আচরণ করে প্রেস কাউন্সিল এর আইনের অবমাননা করেছেন। তিনি প্রতিপক্ষের জবাবের ১০(ঝ) দফার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে প্রতিবাদলিপি ছাপাবার জন্য পুনঃঅনুসন্ধান করার কোন বিধান নেই কিন্তু প্রতিপক্ষ সাংবাদিকতার সমস্ত রীতিনীতি ভঙ্গ করে মনগড়া ভাবে এক বিশেষ প্রক্রিয়া চালু করেছেন, এটা আইনসিদ্ধ নয় বিধায় ১২ ধারা মতে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের দাবী রাখে। তিনি বলেন, প্রতিপক্ষ The Daily Star পত্রিকা মাননীয় উপাচার্যকে ব্যক্তিগতভাবে জনগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ০৪/০৪/২০১৭ তারিখের প্রতিবেদনটি প্রচার করেছেন, যার ফলে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বন্ধব এবং সহকর্মীদের নিকট তাঁর মর্যাদা হানি করা হয়েছে। তিনি নিবেদন করেন যে, মাননীয় উপাচার্য আদালতে মানহানির মামলা রুজু করার অধিকার রাখেন।

তিনি প্রসংগেক্রমে শেখ আমানুল্লাহ বনাম সম্পাদক দেশবাংলা কেইছ নং ৭৪/১৯৮২ সনের মামলাটির নজির হিসেবে দাখিল করেন।

তিনি বলেন যে, প্রতিপক্ষ সংবিধানের ৩৯(২)(খ) এর কোন সুবিধা পাবেন না কেননা আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ তাকে মানতে হবে। তিনি উল্লেখিত অনুচ্ছেদটি বিশ্লেষণ করে বলেন যে, সাংবাদিক এর সংবাদ প্রকাশ করার স্বাধীনতা আছে কিন্তু দায়িত্বশীলতাও এর উপর বর্তায়। সেক্ষেত্রে কোন সাংবাদিক কাহার ও ব্যক্তিগত মর্যাদা ধ্বংস করতে পারেনা। এই ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ সাংবাদিক সাংবাদিকতার নীতি সুস্পষ্ট ভাবে লংঘন করেছে।

ফরিয়াদীর আইনজীবী যুক্তিতর্ক উপস্থাপন কালে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে প্রেস কাউন্সিল আইনের অনুসরণীয় আচরণবিধির ৫নং প্রবিধি লংঘন করেছে এবং নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি তুলে ধরেছেনঃ-

Considering several news and facts and comparing them with the written statement submitted by the opposite-party/defendant as well the complnant/ plaintiff`s plaint and written statement and comparing and interpreting the same with Rule 5, it is obvious that the opposite-party/ defendant should not get any protection under Rule 5 of the 1993 because-

a) *Inconsistent statement/reply with paragraph 4 in plant;*
b) *Did not provide any information and/or clarify about 1st published news and further published without development.*
c) *On several occasions, miserably failed to prove that the news were published for 'Public Interest', rather it has been proved that they published to gain ulterior benefits from 3rd party;*
d) *On all occasions miserably failed to prove that the news were published with 'Honest Intention', rather it has been proved that they published with 'malicious intention'.*
e) *Miserably failed to comply with Rules 4, 7, 14, 15, 19 and 21;*
f) *The opposite party published false news only to destroy the name and fame of the vice chancellor Dr. Kamrul Hasan Khan of Bangabandhu Sheik Mujib Medical University ; and*
g) *Finally, Rule 5 cannot and should not be used as a "sword to cut throat of an innocent person" rather it should be used as a shield.*

তিনি সংবিধানের ৩৯(২)(b) অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করে নিবেদন করেন যেঃ-

"39. Freedom of thought and conscience, and of peace.

(2) Subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interests of the security of the State, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to comtempt of court, defamation or incitement to an offence-

(b) Freedom of press, are guaranteed."

Considering the facts, published defamatory news and comparing and interpreting the same with Article 39(2)(b) of the constitution, it is obvious that the opposite-party/defendant will not and should not get any protection under the law because-

I. *Today freedom of press is a fundamental rights, although freedom of speech and expression is everybody`s fundamental birth right but freedom of press is an artery of that right. In social perspective, it is however not an unbridled right; it is to be enjoyed within the perimeter of reasonable restriction to be imposed by law. Had there been no such restrictions, free press would have invaded man`s privacy and misreporting would have created a situation in the society where it would have been difficult to live a meaningful life.*

II. *The press is the most powerful body in a country, it can make public opinion for or against an individual or institution, and hence, it creates social responsibility.Wrong/false reporting can destroy someone`s reputation and it is always seen that subsequent apology or correction of a false/misreporting cannot communicate faster and more prominently that false reporting. Therefore, a balance reporting must be maintained in respect of freedom of press and the individuals' right of protection against false imputation impairing his reputation.*

III. *Finally, though the modern press is to be free to report as it likes and also able to express its thoughts and opinions freely, this freedom should not be allowed to become an unrestrained and unbridled licence to say or print whatever press wishes regardless of its impact and effects on the lives of others.*

Thus the freedom of press is not merely the right of publishers, editors or proprietors of the news agency but equally a right of the individual/citizen to be informed accurately, if otherwise will be a clear violation of Article 39 of our constitution.

তিনি কাউন্সিল কর্তৃক প্রচারিত কেইছ **"এস কে আমানউল্লাহ বনাম সম্পাদক দেশবাংলা"** (কেইছ নং ৭৪/১৯৮২ পৃষ্ঠা নং ৫৯,৬০) মামলার রায় এর উদ্বৃতি দিয়ে নিবেদন করেন যে, সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোন প্রতিবেদন ছাপানোর পূর্বে সম্পাদককে বেশী করে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সম্পাদক তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।

রায়টির সংশ্লিষ্ট অংশটুকু হুবহু উদ্বিতি করা হলোঃ-

> *"The complainant is a very respectable man in the society. He is the headmaster of a high school and holds a number of positions including that of the vice president of Bangladesh Teachers, Association.*
>
> *Report of corruption against such a respectable person demands a deeper probe before publication than allegedly undertaken, the case of the editor being that the news was gathered from some individual and not from records. Then again there has been denials by persons from whom information regading corruption is said to have been gathered.*
>
> *We are of the view that the preparation of the report was preceded by no such careful verification as the situation demanded.*
>
> *As regards the rejoinder, the editor alleges that he did not receive the first one but published the second one soon after its receipt.*
>
> *Publication of the rejoinder is an extenuating factor and so far as the editor is concerned, he may be said to have partially covered by the publication of the rejoinder the absence of care in straining the reports. But senior journalist like the editor of Desh Bangla should never have allowed his paper to be so misused by an unscrupulous and irresponsible reporter.*
>
> *We warn the Editor to be careful in future and censure the reporter."*

তিনি বলেন যে, নার্স নিয়োগে উপাচার্য জনাব ডাঃ কামরুল হাসান দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকায় যে প্রতিবেদন ছেপেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যা অনুসন্ধান রিপোর্টটি দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু তারপরও প্রতিপক্ষের সাংবাদিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে প্রো-ভিসি জনাব ডাঃ জাকারিয়ার অনুসন্ধান রিপোর্টের উপরে বক্তব্য নিয়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

পরিশেষে, বিজ্ঞ আইনজীবী কাউন্সিল আইনের ১২ ধারার আলোকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের জন্য আবেদন করেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ফরিয়াদীর আইনজীবীর যুক্তিতর্ক অস্বীকার করেন। তিনি প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনগুলির প্রতি কাউন্সিল কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভিসিকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন বা হেয় প্রতিপন্ন করার যে অভিযোগ আনয়ন করেছেন তা আদৌ সত্য ও সঠিক নয়। কারণ বিগত ১৯/০১/২০১৭ তারিখে ভিসি কর্তৃক প্রো-ভিসিকে হেনস্থা করা সম্পর্কিত সংবাদ শুধুমাত্র The Daily Star পত্রিকায় প্রকাশ করেনি বরং উক্ত সংবাদ প্রথম আলো, যায়যায় দিন, bd news 24.com সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র গুলো ফলাও করে প্রকাশ করেছে। উক্ত সংবাদে The Daily Star বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি মহোদয়ের বক্তব্যও ছাপিয়েছে। কাজেই The Daily Star সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মহোদয়কে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। এমনকি ভিসি মহোদয়কে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার কোন অপপ্রয়াস The Daily Star পত্রিকার নেই।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নার্স নিয়োগে অনিয়ম সম্পর্কিত সংবাদও স্বনামধন্য পত্রিকা প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, বাংলাদেশ প্রতিদিন সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ফলাও করে ছাপিয়েছে। উক্ত পত্রিকাগুলোর মত The Daily Star পত্রিকাটিও উক্ত নার্স নিয়োগ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করেছে। উক্ত সংবাদে The Daily Star পত্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, প্রো-ভিসি এ.এস.এম জাকারিয়া স্বপন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মতামত বা বক্তব্য ছেপেছে। উক্ত সংবাদটি প্রথম আলো, The Daily Star থেকেও আরো কঠিনভাবে প্রকাশ করেছে। কাজেই কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উক্ত সংবাদ প্রকাশ করা হয় নাই।

তিনি যুক্তিতর্ক উপস্থাপন কালে আরো বলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নার্স নিয়োগ বা ভিসি কর্তৃক প্রো-ভিসিকে হেনস্থার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি মর্মে তদন্ত কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছে সে রিপোর্টও The Daily Star পত্রিকায় ছেপেছে। উক্ত রিপোর্ট প্রকাশের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারসহ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের মন্তব্যও ছেপেছে। কাজেই The Daily Star পত্রিকা কোন অসৎ উদ্দেশ্য বা ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য কোন সংবাদ ছাপেনি। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ০২/০৪/২০১৭ তারিখের জরুরী সভায় গণমাধ্যমকে তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী The Daily Star পত্রিকা সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে সংবাদ পরিবেশন করেছেন। তাই ফরিয়াদীর অভিযোগ কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অনুসন্ধান কমিটির বিগত ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে ৩নং সুপারিশমালায় বলা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সামগ্রিক পরিস্থিতি ও নার্স নিয়োগ সম্পর্কিত অসত্য সংবাদ প্রকাশ করে দেশে ও বিদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও উপাচার্য মহোদয়ের সম্মান ও মর্যাদা হানি করা হয়েছে বিধায় অসত্য সংবাদ প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকার বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মামলা করার সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মামলা দায়ের করে শুধুমাত্র The Daily Star পত্রিকার বিরুদ্ধে। যদিও জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, যায়যায় দিন সহ উক্ত সংবাদগুলো প্রকাশ করেছে। এতে প্রমাণিত হয় আক্রোসের বশবর্তী হয়ে অন্যান্য পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা না করে শুধুমাত্র The Daily Star পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে এ হয়রানিমূলক মামলাটি দায়ের করা হয়। তাই এই বিদ্বেশমূলক অভিযোগটি বাতিল করার দাবী রাখে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বাদী/ফরিয়াদী পক্ষ তার আর্জিতে Repetition শব্দটি দ্বারা একই সংবাদ প্রকাশ করার জন্য যে অভিযোগ আনয়ন করেছেন তা সঠিক নয়। কারণ The Daily Star পত্রিকায় যে সংবাদগুলো প্রকাশ করেছেন তা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন তারিখ সংঘটিত বিষয়। একই সংবাদ প্রতি তারিখে The Daily Star পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়নি। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি মহোদয়ের মান-সম্মান, সামাজিক মর্যাদা বা অন্যান্য ব্যক্তিগত সুনাম নষ্ট করার কোন অপপ্রয়াস চালানো হয়নি বিধায় অভিযোগটি নামঞ্জুর করা আবশ্যক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান কমিটি মত প্রকাশ করেন যে, বিগত ১৭/০১/২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিদিন ও আমাদের সময় পত্রিকায় প্রকাশিত নার্স নিয়োগ সংক্রান্ত খবরে নিয়োগ পরীক্ষা কার্যক্রমকে বিতর্কিত করেছে এবং গত ২০/০১/২০১৭ তারিখে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত **"উপাচার্য কর্তৃক প্রো-ভিসি (শিক্ষা) লাঞ্ছিত"** খবরে বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসক মহলের সম্মানহানি হয়েছে এবং উপাচার্য মহোদয়েরও সামাজিক মর্যাদা ও ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ প্রতিদিন ও আমাদের সময় পত্রিকার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করেননি এবং The Daily Star পত্রিকা ব্যতিত আর যে সমস্ত পত্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আপত্তিকর ও মানহানিকর সংবাদ প্রকাশ করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করেননি। শুধুমাত্র আক্রোসের বশবর্তী হয়ে The Daily Star পত্রিকার বিরুদ্ধে অত্র হয়রানিমূলক মামলাটি দায়ের করেছে। এই অভিযোগটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে The Daily Star পত্রিকাটিকে ফরিয়াদীর প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে তাই মামলাটি খরচসহ খারিজ করা দরকার।

বিজ্ঞ আইনজীবী ফরিয়াদীর প্রতিবাদপত্র ০৫/০৪/২০১৭তারিখে এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ The Daily Star পত্রিকায় বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদের প্রতি ক্ষুব্দ হয়ে সংবাদ প্রকাশের দীর্ষ ০২ মাস ১৫ দিন পর প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেন। উক্ত প্রতিবাদলিপি প্রাপ্তির পর The Daily Star প্রতিবাদলিপিতে উল্লেখিত বিষয়গুলোর পুনঃঅনুসন্ধান করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যায়ের ভিসি সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। যার কারণে প্রতিবাদলিপিগুলো প্রকাশে বিলম্ব হয়, যা ইচ্ছাকৃত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদলিপিগুলো প্রেরণে কেন ২ মাসের ও বেশী সময় বিলম্ব করেছে সে বিষয় কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, The Daily Star পত্রিকা সকল প্রকার নিয়মনীতি অনুসরণ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবাদলিপিগুলো বিগত ১১/০৫/২০১৭ তারিখে ছেপেছে। কোন খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে উক্ত প্রতিবাদগুলো The Daily Star পত্রিকা ছাপাতেন না এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্মান অক্ষুন্ন রেখে ছাপানো হয়েছে। তাছাড়া, প্রতিবাদলিপিগুলো পাঠানো হয়েছে ৮টি সংবাদ ছাপানোর পরে। কেবলমাত্র বিলম্বে প্রতিবাদলিপি প্রেরণের কারণে বর্তমান মোকদ্দমাটি আইনত অচল, তাই মামলাটি নামঞ্জুর করা হোক।

প্রতিপক্ষ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনয়ন করেছেন তার কোন যৌক্তিকতা নেই এবং তা প্রমাণে ফরিয়াদী পক্ষ সম্পূর্ণরুপে ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় তা সরাসরি খারিজ হওয়ার যোগ্য।

বিজ্ঞ আইনজীবী তাঁর যুক্তিতর্কের স্বপক্ষে নজির হিসেবে AIR 1968 CAL দাখিল করে বলেন "Mere publication of an imputation concerning any person without the intention to harm the reputation of the person does not itself constitute defarmation"

V.R. Krishna Lyer, Freedom of information, Lucknow, Eastern Book Company, 1990, Page-77 হতে উদ্বৃতি দিয়ে বলেনঃ-

The UNESCO Declaration of 1978 clarifies that the exercise of freedom of opinion, expression and information recognized as an integral part of human rights and fundamental freedom.

Freedom of press consists of right to publish the views not noly of newspaper but also of its correspondents and others.

জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার ১৯ ধারার সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে

> *"প্রত্যেকেরই ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং চিন্তার স্বাধীনতা থাকতে হবে। প্রত্যেকের নিজস্ব মত পোষণে কোন বাঁধা থাকবে না এবং যেকোন সংবাদ গ্রহণ ও বিতরণ করার বিধিনিষেধহীন অধিকার থাকবে"।*

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। একই অনুচ্ছেদের ২ উপধারায় বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংগঠনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাঁধা নিষেধ সাপেক্ষেঃ-

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং

(খ) সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল"

এখানে উল্লেখ্য যে, যে পয়েন্টগুলোতে যুক্তিসঙ্গত বাঁধা নিষেধ রয়েছে সেগুলো ছাড়া বাকি কোথাও আপনাকে কেউই কোন প্রকারের বাঁধা দিতে পারবে না। এমনকি সংবাদ মাধ্যমকেও একই সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

> *"স্বাধীন সংবাদপত্র সঠিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যাবশ্যক উপকরণ। বিশেষ করে স্বাধীনভাবে এবং নিয়মিত প্রকাশিত রাজনৈতিক সাময়িকী ও সংবাদসমূহ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অত্যান্ত জরুরী"।*

আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

বর্তমান মামলার উৎপত্তির কারণ হলো কতগুলি প্রতিবেদন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রকাশ করার জন্য।

প্রতিবেদনগুলি নিম্নরূপঃ-

২০/০১/২০১৭-VC of BSMMU assaults pro-VC, ২৩/০১/২০১৭- Meeting to ease BSMMU tension distrupts services, ২৩/০১/২০১৭- When Dogs act like children, ২৫/০১/২০১৭- assaults on pro-VC Nasim asks BSMMU VC to apologise, ২৮/০১/২০১৭- BSMMU recruits 200 nurses amid irregularities, ২৯/০১/২০১৭- Nurse Recruitment BSMMU to investigate anomalies,

০২/০৪/২০১৭- Lone Medical University Running without emergency unit since inception in 1998, ০৪/০৪/২০১৭- BSMMU Nurse Recruitment proof not found

against anomalies or assault by VC and ০৯/০৪/২০১৭- Cardiology dept choked by equipment Shortage।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ০৫/০৪/২০১৭ তারিখে সম্পাদক দি ডেইলি স্টার এর নিকট প্রেরিত প্রতিবাদ পত্রটি নিম্নে ছাপা হলোঃ-

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
শাহবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ

তারিখ ০৫-০৪-২০১৭ইং

"প্রাপক
সম্পাদক
দি ডেইলি স্টার
৬৪-৬৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা-১২৫

বিষয়ঃ বিগত ২০/০১/২০১৭, ২৩/০১/২০১৭, ২৫/০১/২০১৭, ২৮/০১/২০১৭, ২৯/০১/২০১৭, ০২/০৪/২০১৭ এবং ০৪/০৪/২০১৭ তারিখে আপনার পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত প্রকাশিত খবরসমূহের প্রতিবাদ।

জনাব,
শুভেচ্ছা ও সালাম নেবেন।
উপরোক্ত তারিখসমূহে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সংবাদসমূহ ভুল তথ্য সম্বলিত ও সত্য বিবর্জিত বিধায় কর্তৃপক্ষ (বিএসএমএমইউ) নিম্নোক্ত প্রতিবাদ পেশ করেছে। আশাকরি, উক্ত বক্তব্য প্রকাশ করে পাঠকদের সত্য জানাতে সচেষ্ট হবেন।
বিগত ০৪/০৪/২০১৭ তারিখে অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট সিন্ডিকেট প্রকাশ সম্পর্কিত খবরটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হয়েছে। সিন্ডিকেট অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট পেশ করার পূর্বের অসত্য ঘটনার জের টেনে পুনরায় একই সংবাদ প্রকাশ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার প্রক্রিয়া বলে প্রতীয়মান হয়। উক্ত অনুসন্ধান কমিটির কার্যক্রমে উপাচার্য মহোদয়ের হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ নাই। উক্ত কমিটি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত যার নেতৃত্বে ছিলেন একজন মাননীয় সংসদ সদস্য। অনুসন্ধান কমিটি নার্স নিয়োগ প্রক্রিয়াতে কোন রকম নিয়মের ব্যত্যয় পায়নি। তথাপি আপনার সংবাদপত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একই খবর পুনঃপ্রচার করা হয়, যা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাননীয় উপাচার্য এর সম্মান ক্ষুন্ন ও স্বাভাবিক পরিবেশকে বিক্ষুব্ধ করার প্রক্রিয়ার অংশ বলে প্রতীয়মান হয়।
বিগত ০২/০৪/২০১৭ তারিখে ইমার্জেন্সি বা জরুরী বিভাগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রকাশিত রিপোর্টটি সত্যের অপলাপমাত্র। ইমার্জেন্সি বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন সার্জারি অনুষদের ডীন ও নিউরোসার্জারি বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ কনক কান্তি বড়ুয়াকে সভাপতি করে সংশ্লিষ্ট ৭ বিভাগের চেয়ারম্যানসহ এবং প্রক্টর অধ্যাপক ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান দুলালকে সদস্য সচিব করে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পূর্ণ কমিটি গঠন করেছে। উক্ত কমিটি নিয়মিতভাবে তাঁদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ইমার্জেন্সি বিভাগ গঠনের নিমিত্তে ইতিমধ্যে প্রায় ৭৫ ভাগ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। যার মধ্যে উক্ত বিভাগের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও বিন্যাস উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নিয়মিতভাবে সংবাদ মাধ্যমে অবহিত করেছে। বাকি কাজের মধ্যে ওটি সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র রয়েছে যা সরকারি বিধি অনুযায়ী টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করতে হয়। উক্ত ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে আইনগতভাবেই ৬-৯ মাস সময়ের প্রয়োজন। উল্লেখ্য, উক্ত ক্রয় কাজেরও বেশিরভাগ কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, ক্রয়ের দায়িত্বে রয়েছেন সম্মানিত প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ডাঃ এ.এস.এম জাকারিয়া এবং তাঁরই উদ্যোগেই উক্ত প্রক্রিয়া গতিশীল হওয়া সম্ভব। কর্তৃপক্ষ আরো মনে করে যে, মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের সম্মানিত ডীনের বরাতে যে বক্তব্য এসেছে তা দেয়ার এখতিয়ার তাঁর নেই কেননা উনি নিজেও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের অংশ। ইমার্জেন্সি গঠনের ব্যাপারে এ ধরনের বক্তব্য সত্যের অপলাপমাত্র।
আশাকরি, আপনান পত্রিকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত ভুল তথ্য সম্বলিত ও সত্য বিবর্জিত সংবাদ প্রকাশ হতে বিরত থাকবে।"

প্রশান্ত কুমার মজুমদার
সেকশন অফিসার(জনসংযোগ)

The Daily Star
date 11/05/2017

BSMMU rejoinders our replies

"Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) in three rejoinders dated April 5, 6 and 10 protested The Daily Star reports about the university published on January 20, 23,25,28,29, and April 2,4,9. Following is the list of our reports. The reports on January 20 dealt with an untoward incident between the BSMMU VC and a pro VC, January 23 report was about a meeting to ease BSMMU "tension" emanating from the above incident, January 25 news was Health Minister Mohammed Nasim's directive to the VC to apologise to the pro-VC, January 28 and 29 reports were on recruitment of BSMMU's 200 nurse amid irregularities, and BSMMU`s decision to investigate the irregularities respectively.

The report of April 2 was on the absence of an emergency unit at BSMMU the report of the April 4 was on the BSMMU probe body's findings on nurse recruitment anomalies and the April 9 report was about the shortage of equipment at the cardiology department. Signed by BSMMU section officer (public relation) Prasunto Kumer Mojumder, the rejoinders claimed that our reports furnished wrong information. Upon receiving them The Daily Start reinvestigated the points raised in the rejoinders and talk again to the relevant officials including the BSMMU VC about the allegation. This process took some time and hence the delay. Today we publish the rejoinders referring to our APRIL 5 REJOINDER. The first rejoinder referring to our April 4 report claimed that it was an attempt to tarnish the image of the university and its vice chancellor by publishing back ground information after the syndicate found no anomalies in the nurse recruitment process. It also criticized our April 2 report terming it "only a travesty of truth and objected to the remarks made by dean of the medical technology faculty. The rejoinder claimed it is beyond the dean's authority to give statements as he himself is part of the university administration. APRIL 6 REJOINDER the rejoinder reiterated the complaint made in the first rejoinder and additionally object to the inclusion of remarks of pro VC (Academic) Prof ASM Zakaria's remarks seems to be activity against the interest of this university. APRIL 10 REJOINDER it referred to our April 9 report under the headline Cardiology dept choked by equipment shortage"and claimed that only the "registrar Prof Dr ABM Abdul Hannan or the vice chancellor holds the authority to give information to the media and our reports were published with statements of different persons besides Vice Chancellor Prof Kamrul Hassan Khan's statements. OUR REPLIES None of the three rejoinders of the BSMMU authorities contested the core findings of our reports. We are criticised for using background information of an incident and talking to multiple sources other than the VC in all of our reports. We used background information to let people know why the medical university authorities had to form a probe body. This is a normal journalistic practice exercised all over the world. Talking to as many sources possible again is a normal journalistic practice and we did it for the sake of authentic journalism. We will surely talk to the BSMMU VC and registrar for any formal and institutional comments but in our journalistic process of gathering information we will surely talk other relevant officials for the sake of objective journalism. The BSMMU is national institution run by the tax-payers money and making news about its proper functioning is our duty. To make our reports factual we are obliged to talk to multiple sources. Finally we would like to say that the incident between the VC were

reported in many other newspapers whose reports were similar to ours. We would also like to say that the BSMMU's rejoinders appear to be based on a lack of understanding of the purpose of journalism and how it works."

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ফরিয়াদীর আর্জি, ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রচারিত ২০/০১/২০১৭, ২৩/০১/২০১৭, ২৫/০১/২০১৭, ২৮/০১/২০১৭, ২৯/০১/২০১৭, ০২/০৪/২০১৭, ০৪/০৪/২০১৭ এবং ০৯/০৪/২০১৭ প্রতিবেদনগুলি, প্রতিপক্ষের জবাব, ফরিয়াদীর প্রতিবাদলিপি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হলো।

"Lone Medical University Running without emergency unit since inception in 1998" এই খবরটি বস্তুনিষ্ঠ বলে প্রয়িতমান হয় কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিবাদে উল্লেখ করেছেন যে ইমার্জেন্সি ইউনিট প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। তাই ইমার্জেন্সি ইউনিট আছে, তবে ৭৫ ভাগ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে স্বীকার করেছে।

০৯/০৪/২০১৭ তারিখে প্রকাশিত **"Cardiology dept choked by equipment Shortage"** এ বিষয়ে ডিপার্টমেন্ট এর শিক্ষকরা এবং ভিসি সাহেব যন্ত্রপাতি সল্পতার কথা স্বীকার করেছেন। এই প্রতিবেদনটি বাস্তব অবস্থার প্রতিফলিত হয়েছে বলে প্রয়িতমান হয়।

"VC of BSMMU assaults pro-VC" এই প্রতিবেদনের ব্যাপারে কমিটির তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রতিয়মান হচ্ছে উপাচার্য মহোদয়ের কর্তৃক প্রো-ভিসি (শিক্ষা) কে লাঞ্ছিত করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে কমিটির পর্যালোচনার ৫নং ক্রমিকে লিপিকৃত মন্তব্য প্রাসংগিক বিধায় তা হুবহু উদ্বৃত করা হলো।

> *"৫। অনুসন্ধান কমিটিতে উপস্থাপিত অডিও রেকর্ডটি ৩২ মিনিট ২৫ সেকেন্ডের। সুতরাং অডিও রেকর্ডটি ৩ বার এডিট করে ৫ মিনিট করার বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অডিও রেকর্ডে উপাচার্য মহোদয় কর্তৃক প্রো-ভিসি (শিক্ষা) কে শান্ত করার প্রচেষ্টা প্রতিয়মান হয়েছে"।*

এই প্রতিবেদনটিতে একটি ঘটনার খবর প্রকাশ হয়েছে। এখানে খবরের সত্যাসত্য বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না।

আন্যান্য খবর তারিখ ২০/০১/২০১৭, ২৫/০১/২০১৭ এবং ২৯/০১/২০১৭ এই প্রতিবেদনগুলি follow up news বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। এই সংবাদগুলির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংক্ষুব্দ হওয়ার কারণ আছে বলে আমাদের নিকট প্রতিয়মান হয়না।

২৮/০১/২০১৭ তারিখে প্রকাশিত **"BSMMU recruits 200 nurses amid irregularities"** এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি তদন্ত রিপোর্ট তাদের পযালোচনায় উল্লেখ করেছেন উপাচার্য মহোদয়ের নার্সদের লিখিত পরীক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না এবং তাদের নিকট নার্স নিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কে সুনিদিষ্ট কোন অভিযোগ অনুসন্ধান কমিটির নিকট আসে নাই। প্রাসংগিক বিধায় পর্যালোচনার ৩নং এবং ৪নং ক্রমিকে উল্লেখিত অংশ নিম্নে হুবহু উদ্বৃত করা হলো।

> *"৩। সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় ৭৬ জন টাঙ্গাইল জেলার প্রার্থী উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়ে ১৭/০১/২০১৭ তারিখ "বাংলাদেশ প্রতিদিন" ও "আমাদের সময়" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে তথ্য উপাত্ত যাচাই করে দেখা যায় ৬৩৯৭ (ছয় হাজার তিনশত সাতানব্বই) পরীক্ষার্থীর মধ্যে টাঙ্গাইল জেলার প্রার্থী ছিলেন ৪১৫ জন। সুতরাং ৪১৫ জন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৭৬ জন (শতকরা হিসেবে ১৮.৩%), অন্যান্য জেলার উত্তীর্ণ প্রার্থীদের শতকরা হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (তথ্য সংযুক্ত)। উপাচার্য মহোদয় নার্সদের লিখিত পরীক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না"।*

> *"৪। নার্স নিয়োগ পরীক্ষার সকল কার্যক্রম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বক্তব্য ও অফিসের তথ্য উপাত্ত যাচাই ও বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রয়িতমান হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারী গ্রেড (২০-১০) নিয়োগ, পদোন্নয়ন ও পদোন্নতি সংবিধি ২০১৬ এ নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডেও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সংবিধিতে নির্বাচনী বোর্ডের সভা করে পরীক্ষা পদ্ধতি ও সময় নির্ধারণ করার কোন বাধ্যবাধকতার উল্লেখ নেই; তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রশাসনিক সভায় আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন বিধায় এক্ষেত্রেও ২৬/০৯/২০১৬ তারিখ ভিসি, প্রো-ভিসি (শিক্ষা) সহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরিত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০০ জন নার্স নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে নার্স নিয়োগ সংক্রান্ত বহি পৃষ্ঠা-৮। তখন পর্যন্ত নার্স নিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কে সুনিদিষ্ট কোন অভিযোগ অনুসন্ধান কমিটির নিকট আসে নাই"।*

প্রাসংগিক বিধায় তদন্ত রিপোর্টির মতামত এর অংশের ক্রমিক নং-১ এবং ২ নিচে উদ্বৃত করা হলো ।

মতামতঃ-

"১। ১৯/০১/২০১৭ তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের কনফারেন্স রুমে কোন অফিসিয়াল সভা ছিল না, দৈনদিন কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সাথে উপাচার্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপ চলছিল। তারই প্রেক্ষিতে পত্রিকায় প্রকাশিত লিনিয়াক মেশিন ক্রয় ও নার্স নিয়োগ প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রশাসনের অংশ। সুতরাং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) প্রক্টর প্রশাসনের অংশ নয় এবং তার উপস্থিতি কাম্য নয় বলে দাবী করেছেন তা যুক্তিসংগত নয় এবং এ প্রসঙ্গে ১৯/০১/২০১৭ তারিখ কনফারেন্স রুমে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনা দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত"।

*"২। ২০/০১/২০১৭ তারিখ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ **"ভিসি কর্তৃক প্রো-ভিসি (শিক্ষা) লাঞ্ছিত"** ও প্রো-ভিসি (শিক্ষা) মহোদয় ভিসি কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ার যে দাবী করেছেন, ঐ সময় উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী কর্মকর্তাদের বক্তব্যে তার সত্যতা পাওয়া যায়নি। বরং ভিসি মহোদয় কর্তৃক প্রো-ভিসি (শিক্ষা) কে শান্ত করার চেষ্টা ও পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য তার ভূমিকা সকলের বক্তব্যের মাধ্যমে ও অডিও রেকর্ডিং এ প্রমানিত হয়েছে। ভিসি কর্তৃক প্রো-ভিসি (শিক্ষা) কে লাঞ্ছিত করার কোন প্রমান পাওয়া যায়নি"।*

অনুসন্ধান কমিটির তদন্ত রিপোর্ট প্রচারের পর ডেইলি স্টার ০৪/০৪/২০১৭ তারিখ একটি প্রতিবেদন প্রচার করে হুবহু নিম্নরূপ-

The Daily Star
date 04/04/2017

BSMMU Nurse Recruitment
Proof not found against anomalies or assault by VC

"The committee formed on January 28 to investigate the alleged irregularities in recruiting nurses at Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) has not found any proof of corruption claimed the university authorities.

The committee recommended that the university file a complaint with Bangladesh Press Council against the newspapers that ran "Untrue news reports" maligning the dignity of the BSMMU and its vice chancellor.

"The probe body has found no poof of anomalies in the recruitment of 200 senior staff nurses", said Prof Dr ABM Abdul Hannan, registrar of BSMMU, at a press briefing at BSMMU auditorium yesterday.

Prof Hannan, however, distributed only last two pages of the 15-page probe report to the journalists present. Asked why they did so, he said it was the decision of the syndicate "But, we will give it to you ... at the soonest possible time."

The Syndicate, the highest decision-making body of the university, had formed a seven-member committee, headed by syndicate member Rustoma Ali Farazi, Mp, to investigate the allegation.

There were allegations that 76 applicants from Tangail Scored more than 80 in written test and 23 of them were from of them were from ghatail –the home upazila of vc prof Kamrul Hasan khan some of them were on the final list.

Tension was high at the BSMMU since January 19 after the VC allegedly assaulted Pro-VC (Academic) Prof ASM Zakaria Swapan for divulging the corruption allegation to a newspaper.

The VC always denied the allegation of assult.

Prof Abdul Hannan, also secretary of the probe committee said the probe body also could not find any evidence that proves the VC had assaulted the Pro-VC.

The committee observed that as the BSMMU had been facing an acute shortage of nurses it was appropriate for it to recruit the 200 nurses, the registrarsaid.

He said the committee has recommended that the university strictly regulate the activities that slander the reputation of the university and its VC.

Contacted, Pro-VC Zakaria said he has rejected the probe report at Saturday`s syndicate meeting and gave a written objection saying that the probe committee has favoured the vc and it justified the corruption. He said the recommendations made in the report were nothing but a farce.

"The VC was solely responsible for hampering the congenial atmosphere at BSMMU and the state should take action against him", he said,.

Although being a syndicate member he was not given a copy of the report, he said stating that legal action would be taken against the VC in a day or two.

About the recommendations of filing lawsuits against the media, he said there was no such provision in the rules that bars anyone else but the VC or his nominated person to disclose information to the media."

এই প্রতিবেদনে **"***He said the committee has recommended that the university strictly regulate the activities that slander the reputation of the university and its VC."* এই পর্যন্ত খবরটি রীতিনীতি মেনে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এর আলোকে করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি উপাচার্য মহোদয়ের বিভিন্ন অভিযোগের সাথে তাঁর কোন সংশ্লিষ্টতা পায়নি সে মর্মে প্রতিবেদনের উপরিভাগে সেটা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু প্রতিবেদক তদন্ত রিপোর্টের ভাষ্যকে Discredit করার জন্য উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে প্রো-ভিসি অধ্যাপক ডাঃ এ.এস.এম জাকারিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উল্লেখিত ডাঃ জাকারিয়া তাঁর মন্তব্য প্রদান করে। "*Contacted, Pro-VC Zakaria said he has rejected the probe report at Saturday`s syndicate meeting and gave a written objection saying that the probe committee has favoured the vc and it justified the corruption. He said the recommendations made in the report were nothing but a farce.*

"The VC was solely responsible for hampering the congenial atmosphere at BSMMU and the state should take action against him", he said,.

Although being a syndicate member he was not given a copy of the report, he said stating that legal action would be taken against the VC in a day or two.

About the recommendations of filing lawsuits against the media, he said there was no such provision in the rules that bars anyone else but the VC or his nominated person to disclose information to the media."

উপরোক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রো-ভিসি জাকারিয়া সম্পর্কে তদন্ত কমিটির নিকট স্বাক্ষীগণ যে জবানবন্দি দিয়েছে এর কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো।

"অধ্যাপক মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রক্টর-এর বক্তব্য

আলোচনা মূহুর্তে Pro-VC (শিক্ষা) মহোদয় বলেন, proctor ও পরিচালক (পরিদর্শন) এ সভায় থাকবে না। প্রক্টর প্রশাসনের অংশ নয়, আমি এর প্রতিবাদ করলে Pro-VC (শিক্ষা) আমাকে গালিগালাজ দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। এক পর্যায়ে উনি আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলে পরিচালক (হাসপাতাল) তাকে নিবৃত্ত করেন। ভিসি মহোদয় Pro-VC (শিক্ষা) কে শান্ত হতে বলেন এবং চেয়ারে বসান।

অত:পর প্রো-ভিসি (শিক্ষা) মহোদয় নিজ কক্ষে যান। কিছুক্ষন পর তার নেতৃত্বে কতিপয় শিক্ষক, ছাত্র, চিকিৎসক ও কর্মকর্তা সহকারে আমার অফিস আক্রমন করেন। প্রো-ভিসি (শিক্ষা) মহোদয় নিজে আমার দরজায় আঘাত করেন। আমাকে না পেয়ে তারা আমার ক্লিনিক্যাল রুম ৪২৫, সি ব্লকেও আক্রমন চালান"।

"অধ্যাপক ডাঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন)-এর বক্তব্য

প্রো-ভিসি (শিক্ষা) ভিসি মহোদয়কে বলেন, নার্স নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় তিনি বিব্রত বোধ করেছেন, তাঁর নামেও লিনিয়াক মেশিন ক্রয় নিয়ে ৫ কোটি টাকার দূর্নীতি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তিনি বিব্রত বোধ করেন। ইতিমধ্যে ট্রেজারার তাকে বলেন, নার্স নিয়োগের খবর তাহলে প্রতিশোধ হিসাবে তুলেছে। এ পর্যায়ে প্রো-ভিসি (শিক্ষা) প্রক্টর ও পরিচালক (পরিদর্শন) এর কনফারেন্স রুমে উপস্থিতির ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। তখন প্রক্টরও বলেন, তুমি যখন প্রক্টর ছিলে তখন সব মিটিং এ তুমি উপস্থিত থাকতে। আমি কেন থাকতে পারবো না? সাথে সাথে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং উভয়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করতে থাকেন। Pro-VC (শিক্ষা) রুম থেকে বের হয়ে যেতে চাইলে ভিসি মহোদয় তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন"।

"অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)-এর বক্তব্য

আলোচনার এক পর্যায়ে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে ভিসি মহোদয়কে প্রো-ভিসি (শিক্ষা) মহোদয় বলেন, নার্স নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় আজকে পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার আপনি বিব্রত বোধ করছেন, আমার নামেও ৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে লিনিয়াক মেশিন ক্রয় নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় আমিও বিব্রত বোধ করি।

ইতিমধ্যে ট্রেজারার তাকে বলেন, নার্স নিয়োগের খবর তাহলে প্রতিশোধ হিসাবে তুলেছে, এ পর্যায়ে প্রো-ভিসি (শিক্ষা) প্রক্টর ও পরিচালক (পরিদর্শন) এই সভায় থাকলে সমমানের পরিচালকদেরও ডাকতে হবে। একথার প্রেক্ষিতে প্রক্টর বলেন, তুমি যখন প্রক্টর ছিলে তখন সব মিটিং এ তুমি উপস্থিত থাকতে, তাহলে আমি কেন থাকতে পারবো না? সাথে সাথে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং প্রক্টর ও প্রো-ভিসি (শিক্ষা) উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করতে থাকেন"।

"অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আলী আসগর মোড়ল, কোষাধ্যক্ষ

প্রসংগক্রমে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনাবলী যেমন লিনিয়াক মেশিন ক্রয় এবং নার্স নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা চলতে থাকে। প্রো-ভিসি (শিক্ষা) হঠাৎ করেই প্রক্টরের উপস্থিতির ব্যাপারে আপত্তি করেন। তখন প্রক্টর সাহেব প্রতিবাদ করলে উভয়ের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়"।

"ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী, মাননীয় সাংসদ সদস্য

১৯/০১/২০১৭ তারিখ উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে অনাকাঙ্খিত ঘটনার সময় প্রক্টর ও প্রো-ভিসি (শিক্ষা এর মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে।

প্রক্টর প্রশাসনের অংশ। প্রো-ভিসি (শিক্ষা) কর্তৃক উপাচার্যের কক্ষ থেকে প্রক্টরকে বের হতে বলা শোভনীয় নয়। উপাচার্যের কক্ষে আলোচনা দৈনন্দিন কার্যক্রমের অংশ"।

"অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়-এর বক্তব্য

আলোচনার এক পর্যায়ে প্রো-ভিসি (শিক্ষা) প্রক্টরের উপস্থিতির ব্যাপারে আপত্তি তোলে। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। তিনি উপস্থিত সবাইকে নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করেন। পূনরায় তিনি আলোচনা শুরু করেন প্রধানত: নার্স নিয়োগ নিয়ে পত্র পত্রিকার সংবাদ এবং কিভাবে হাসপাতালের অতি জরুরী প্রয়োজনে নার্স নিয়োগ দেয়া যায় সেই আলোচনাই মূখ্য বিষয় ছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিক, হাসি-খুশি পরিবেশে শান্তিপূর্নভাবে প্রায় ১১.০০ টা নাগাত অনির্ধারিত সভা শেষ হয়।

সকাল ১১.০০ টা থেকে শহীদ ডাঃ মিলন হলে একটি সেমিনার ছিল সেখানে থাকা অবস্থায় খবর পেলাম প্রো-ভিসি (শিক্ষা) এর নেতৃত্বে কয়েকজন ব্যক্তি প্রক্টরের কক্ষের দিকে যাচ্ছে সম্ভাব্য আক্রমনের জন্য, তখন আমি পরিচালক (হাসপাতাল) কে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের জন্য নির্দেশ দেই। তখন শুনতে পাই যে, প্রক্টর প্রফেসর জাকারিয়াকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে।

২০/০১/২০১৭ তারিখে পত্র পত্রিকায় খবর ছাপা হলো যে, ভিসি, প্রো-ভিসি (শিক্ষা) কে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করেছে যা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ ঘটনায় দেশে বিদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে এ ঘটনায় সমাজের কাছে তার দীর্ঘ দিনের কষ্টার্জিত মান সম্মান এবং ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

জাতির জনকের নামে দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষা এবং স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে এ বিষয়গুলো নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সমাধান করার এবং আমার ব্যক্তিগত মানহানির বিষয়টি সদাশয় অনুসন্ধান কমিটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন বলে তিনি দাবী করছেন। যাতে এ ধরনের ঘটনার পূনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য দায়ী ব্যক্তি এবং ইন্ধনদাতাদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছেন"।

মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের জন্য সম্পূরক প্রশ্ন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের System আলাদা, এখানে প্রো-ভিসিদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বন্টন করা। প্রো-ভিসি (শিক্ষা) এর দায়িত্ব শিক্ষা কার্যক্রম দেখা, অথচ তিনি তার মুল দায়িত্বে সময় না দিয়ে সব নিয়োগ প্রক্রিয়া তার নেতৃত্বে করার দাবী জানান। অতীতের উপাচার্যদের কার্যকালীন সময়ের বর্তমান প্রো-ভিসি (শিক্ষা) একইভাবে চাপ প্রয়োগ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে অধ্যাপক মোঃ তাহির, অধ্যাপক মাহমুদ হাসান, অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলাম ও অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত স্যারের সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি।

Pro-VC (শিক্ষা) মিডিয়াতে মিথ্যা কথা বলে ইমেজ নষ্ট করেছেন।

Pro-VC (শিক্ষা) MD, MS ভর্তি পরীক্ষার কমিটি পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। তিনি কর্মকর্তাদের (অতিঃ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক) সাথে খারাপ আচরণ করেছেন।

ভিসি মহোদয় তখন বলেন যে, ২৩/০১/২০১৭ তারিখ সভা করে প্রশাসনের শীর্ষ ৫জন কর্মকর্তা মিলে সব কাজ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ও উন্নত চিকিৎসা সেবা দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে"।

"অধ্যাপক এ.কে.এম সালেক, ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড বিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ ও পরিচালন (পরিদর্শন)-এর বক্তব্য

ভিসি মহোদয় লিনিয়াক মেশিন নিয়ে কথা বলতে চাইলে প্রো-ভিসি (শিক্ষা) আমার ও প্রক্টরের উক্ত সভায় উপস্থিতির ব্যাপারে আপত্তি জানান। তিনি বলেন, প্রক্টর প্রশাসনের অংশ নন। এতে প্রক্টর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তখন উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়। অধ্যাপক জাকারিয়া প্রক্টরকে তুই বলে সম্মোধন করেন এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেন। উভয় পরস্পরের দিকে তেড়ে যেতে চাইলে আমি প্রক্টরকে এবং ভিসি মহোদয় ও পরিচালক (হাসপাতাল) মহোদয় অধ্যাপক জাকারিয়াকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। ভিসি মহোদয় তাকে বলেন, তোর শরীর খারাপ তুই শান্ত হয়ে বস। উত্তরে অধ্যাপক জাকারিয়া বলেন, আমার শরীর খারাপ না, ঠিক আছি। প্রো-ভিসি (শিক্ষা) বলতে থাকেন What is the legacy of this meeting?"

ডাঃ জাকারিয়া সাহেবের মন্তব্য গ্রহণ করে প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির তদন্ত রিপোর্ট এবং তদন্তের ফলাফল জনাব ডাঃ জাকারিয়ার প্ররোচনায় এবং অনৈতিক লাভের আশায় সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করেছেন। প্রতিবেদক যে কাজটা করেছেন, এটা সাংবাদিকতা নয় বরং হলুদ সাংবাদিকতা। এই সংবাদ প্রচারের ফলে নিশ্চিতভাবে উপাচার্যের ব্যক্তিগত জীবনকে ব্যাহত করা হয়েছে এবং এতে উপাচার্যের সামাজিক মর্যাদা, সুনাম এবং খ্যাতি ক্ষুন্ন করা হয়েছে। ডাঃ জাকারিয়ার বক্তব্য থেকে দেখা যায়, তিনি বিশ্ববিদ্যালয় আইন মানে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কর্তৃক অনুসন্ধান কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন মানেন না। তাঁর এহেন উদ্ধত্তপূর্ণ আচরণের জন্য তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একটি দায়িত্বশীল পদে থাকার আইনগত কোন অধিকার নাই। তদন্ত কমিটির ৭ জন সদস্যের মধ্যে ২(দুই) জন মহান জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য এবং তাঁর এ আচরণের মাধ্যমে তিনি মহান জাতীয় সংসদকে অবমাননা করেছেন। এহেন আচরণের জন্য অধ্যাপক ডাঃ এ.এস.এম জাকারিয়ার অনুতপ্ত হওয়া উচিত বলে বিচারিক কমিটি মনে করে। প্রতিবেদক সাংবাদিকতার আচরণবিধি সহ কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে বলে আমাদের নিকট মনে হয় না। প্রতিবেদক তাঁর স্বার্থ হাসিলের জন্য এ কাজটা করেছেন এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রতিপক্ষ সম্পাদক দেশের একজন খ্যাতিমান সম্পাদক। সংবাদের এই অংশটুকুর প্রতি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে আমাদের নিকট প্রতিয়মান হয়েছে। এ ব্যাপারে সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ছিল কিন্তু তাঁরা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ সংবাদের শেষ অংশটুকু একেবারে তদন্ত রিপোর্টটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে এতে কেবল উপাচার্যেরই সম্মান ক্ষুন্ন করা হয়নি বরং মাননীয় সংসদ সদস্যদের মানহানি করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক আচরণবিধি অনুসারে প্রতিবাদপত্র ছাপায়নি তাই তাদের এরূপ আচরণ সাংবাদিকতার রীতিনীতিতে পড়ে না। কিন্তু প্রতিবাদপত্র গ্রহণ করার পর প্রতিপক্ষ পুনঃযাচাই করার কোন সুযোগ নেই এবং তাও করা হয়েছে কাউন্সিল এর নোটিশ প্রাপ্তির পর। তবে এরূপ তদন্তের কোন সুযোগ নেই। এটা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ফরিয়াদী কর্তৃক দাখিলকৃত নজির এস কে আমানউল্লাহ বনাম সম্পাদক দেশবাংলা কেইছ নং-৭৪/১৯৮২। এই রায়টি বর্তমানক্ষেত্রে প্রাসংগিক বলে মনে হয়। রায়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সংবাদ প্রতিবেদককে নীতিবিহীন সংবাদ পরিবেশনের জন্য ভর্ৎসনাপূর্বক সাবধান করা হয়েছে এবং সম্পাদককে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করা হয়েছে।

প্রতিপক্ষ যে নজিরগুলি দাখিল করেছেন এইগুলির সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোন সুযোগ নেই। প্রতিবেদক ০৪/০৪/২০১৭ তারিখের সংবাদ এর শেষ অংশটুকু ইচ্ছাকৃতভাবে সংযোজন করার জন্য ডাঃ জাকারিয়ার মন্তব্য

গ্রহণ করা হয়েছে তা কোন অবস্থাতেই সাংবাদিকতার রীতিনীতিতে পড়ে না বরং ডাঃ জাকারিয়াকে খুশি করার জন্য করা হয়েছে বলে আমাদের অভিমত।

এক্ষেত্রে দি ডেইলি স্টারের প্রতিবেদক প্রো-ভিসি ডাঃ জাকারিয়া ক্রীড়ানক হিসাবে কাজ করেছেন যা তাঁর আচরণ থেকে স্পষ্ট। স্বাক্ষীগণের জবানবন্দী থেকে লক্ষ্য করা গেছে যে ডাঃ জাকারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে থাকেন।

ফরিয়াদী অন্যান্য পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা না করে কেবল দি ডেইলি স্টার পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করা বিদ্বেষ প্রসূত বলে প্রতিপক্ষের আইনজীবীর দাবী সঠিক নয়। কারণ ফরিয়াদী কোন কোন পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করবেন এটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। এ ব্যাপারে কাউন্সিল কমিটি কোন মন্তব্য না করা সমীচীন মনে করে।

এই মামলাটির প্রসংগে জনাব গোলাম সারওয়ার সম্পাদক **"সমকাল"** এর প্রবন্ধ পিআইবি কর্তৃক হলুদ সাংবাদিকতা পুস্তকে প্রকাশিত খুবই প্রাসংগিক বিধায় উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্বৃত করা হলোঃ-

> *"আমাদের দেশে দুই ধারার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। একটি মূলধারার। মূলধারার সংবাদপত্রে একটি মানদন্ড বজায় রেখে, সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা বিবেচনায় নিয়ে মোটামুটিভাবে সংবাদ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। সেখানে যে কোন সংবাদ যেনতেনভাবে প্রকাশ না করে সর্বজনীন নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি আরেক ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, এর সংখ্যা অনেক বেশি। একজন পাঠক হিসেবে মনে হয়, সেখানে সংবাদের সোর্স সঠিক কিনা তা যাচাই করা হয় না, নিরপেক্ষ সূত্র থেকে সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করা হয় না; সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা মানা হয় না। কোন সংবাদ প্রচারের ফলে কারো ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হলো কিনা তা পরোয়া করা হয় না। বলতে গেলে এসব কিছুই মানা হয় না। বরং পাঠককে মুখরোচক কিছু দেওয়ার জন্যই এসব ছাপা হয়-এই দুটো ধারার সংবাদপত্র আছে। দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। কারণ এসব সংবাদপত্র সাংবাদিকতার ন্যূনতম মান বজায় রাখে না। আমি মনে করি এ ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশ হওয়া উচিৎ নয়। এটা এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার অংশ। কোন বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই যা খুশি লিখে দিলাম। যেমন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে। তবে যারা অভিযোগ করে তাদেরও স্বার্থ হাসিলের ব্যাপারে থাকে অনেক সময়। একজন প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে এই অভিযোগটাকে মিথ্যা ধরে নিয়ে এর সত্যটাকে অনুসন্ধান করা। তাহলেই আসল সত্য তথ্য বের হয়ে আসবে। খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অভিযোগ পেলেই ছেপে দেওয়া হলো, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল তার কোন বক্তব্য নেওয়া হলো না। এতে তা সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলো। এই যে ইচ্ছামতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা হলো সেটাই ইয়োলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা।*
>
> *আরেকটি ক্ষতিকর বিষয় হলো, ভুলতথ্য সংবলিত একটি সংবাদ প্রকাশ হয়ে গেল, পরে নানা সূত্র থেকে খবর নিয়ে জানা গেল খবরটি ভুল বা বিকৃত বা আংশিক সত্য। যখন এই সংবাদের প্রতিবাদটি ছাপা হয় তখন দেখা যায়, পত্রিকার ভেতরের পাতার ছোট করে ছাপা হয়। যা পাঠকের খুব একটি চোখেই পড়ে না। এটি সংবাদপত্রের একটি বিশেষ খারাপ দিক। দু'-একটি পত্রিকা ছাড়া অধিকাংশই অভিযোগের খবরটি প্রথম পাতায় ছাপালেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদটি ছাপায় ছোট করে। এটা একটি মৌলিক বিষয়। যা খুবই উদ্বেগজনক। এভাবে ছাপানোর ফলে ক্ষতি যা হওয়ার তা আগেই হয়ে গেছে। অন্যদিকে অভিযুক্ত যিনি তার বক্তব্য পত্রিকার অনুল্লেখ জায়গায় ছাপালাম। আমার কাছে এই প্রবণতা খবই উদ্বেগজনক মনে হয়। গণমাধ্যমে হিসেবে যদি বলি, তাহলে টেলিভিশনের কথা বলতে হয়। কিছুদিন আগে আমাদের দেশের স্বনামধন্য ফটোসাংবাদিক জহিরুল হক দিল্লিতে এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাকে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের বেশির ভাগ টেলিভিশন স্ক্রলে ব্রেকিংনিউজ দিলো যে, বিশিষ্ট ফটো-সাংবাদিক জহিরুল হক আর বেঁচে নেই। ভুল হতে পারে। কিন্তু দেখা যায়, টেলিভিশনগুলো কার আগে কে খবর দেবে এই নিয়ে একটা অশুভ প্রতিযোগিতা চলে। একজন জীবন্ত মানুষকে মেরে ফেলার খবর প্রচার করা মারাত্মক ভুলই শুধু নয় এটা অমার্জনীয় অপরাধ। এরপরেও ভুলটা স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা চাওয়া হলো না। বাংলাদেশে এমন ঘটনায় কখনোই দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায় না। এই পুরো ব্যাপারটিকেই মনে করি দায়িত্বহীন সাংবাদিকতা এবং হলুদ সাংবাদিকতা"।*

সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা গেছে প্রতিপক্ষের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট বিতর্কিত সংবাদ পরিবেশন করে প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত অনুসরণীয় আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। ফলে ফরিয়াদী তাঁর মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছেন।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব, প্রতিউত্তর এবং পক্ষগণের দাখিলী কাগজপত্র এবং তাদের বক্তব্য বিবেচনা করে বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রতিপক্ষের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট ভিত্তিহীন সংবাদ প্রতিবেদন দাখিল করে এবং দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় ০৪/০৪/২০১৭ তারিখের সংবাদের শেষ অংশ পরিবেশন করে সাংবাদিকতার নীতিমালার মান ভঙ্গ করেছেন এবং জনগণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন যা পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। তাই প্রতিপক্ষের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট এর তদ্রুপ গর্হিত আচরণের জন্য ভর্ৎসনা করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেয়া হলো। প্রতিপক্ষ

দি ডেইলি স্টার এর সম্পাদক ভবিষ্যতে তদ্রুপ সংবাদ বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের পূর্বে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে এই বিচারিক কমিটি প্রত্যাশা করে।

প্রতিপক্ষ এই রায়টি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

পত্রিকার একটি অনুলিপি দি ডেইলি স্টার পত্রিকার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করার জন্য অফিসকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য মামলার প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে যে কোন পত্রিকায় তার নিজ খরচে রায়টি হুবহু ছাপাতে পারবেন, সেক্ষেত্রে একটি অনুলিপি কাউন্সিলে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

স্বপন দাশ গুপ্ত
সদস্য

The Daily Star
date 09/04/2017

Cardiology dept choked by equipment shortage

The country`s lone medical university, BSMMU, spent over TK 1,000 crore in the last five years, but it could not afford to procure a TK 6 crore worth of equipment for its catheterization laboratory that has been out of order during the same period.

The university`s annual spending budget for the current fiscal year alone is about Tk 261 crore, according BSMMU sources.

As a result heart patients seeking best treatment at a reasonable at the deparment of cardiology of the hospital are spending manifolds to get the same treatment at private ones.

A catheterization laboratory or cath lab is essential in a hospital with cardiac treatment facility where medical procedures are conducted to diagnose and treat a number of heart conditions. These procedures include angiogram and coronary angioplasty or stenting.

In 2003, the BSMMU (Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University) authorities' istalled two cath labs at the department, but on the vthose started malfunctioning in 2008. It had been repaired multiple times before it finally went out of order in 2002.

Ever since to be able handle alarge number of adult patients the cardiology department started using the cath lab designted for children.

Although at least 30 patients line up on an average at the department daily, it is only able to serve at best 15 to 20 of them.

Brokers of at lest three private hospitals in the city are now taking advantage of the situation to make a quick buck by convincing the excess patients to seek treatment at those costlier hospitals.

With dwindling number of patients, students of the department are also having difficulty attaining practical experience that is invaluable for any professional physican.

ASM Mostafa Zaman associate professor of the department said academic activities and practical training of students are being badly affected due to the absence of sufficient cath labs.

He said to avert fatal accidents the department at the moment really needs two brand new cath labs as the rundown lab currently in operation shuts down abruptly during a catheterization procedure

For years, the Department of cardiology has been writing repeatedly to the BSMMU authorities as well as to the health ministry requesting replacement of the out of order lab but their attempt did not bear any result yet.

Prof Sajal Krihna Banerjee chairman of the department said many letters have been written since 2010 to the BSMMU authorities and the ministry of health and family welfare for setting up another cath lab but to no avail.

When Contacted BSMMU Vice Chancellor Prof Kamrul Hassan Khan told the daily star that the health minister last year committed to provide a cath lab for BSMMU. If the ministry does not provide it the university would buy it.

Prof Md Ali Asgor Moral, treasurer of the university present in the VC`s office during the interview with the VC admitted to have received a purchase proposal for the cath lab from the cardiology department. He also said once approved they would allocate the money for it in the budget of fiscal 2017-2018.

Pro-Vice Chancellor (Academic) Prof ASM Zakaria Swapan also chief of central procurement committee of the university said necessary steps would be taken to procure the laboratory equipment once the proposal is received by the committee.

প্রতিপক্ষ সহ বিভিন্ন পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম এবং নার্স নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তে ২৮/০১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সিনিয়র নার্স নিয়োগ বিষয়ের প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয় এবং অনুসন্ধান কমিটির সভাপতি ছিলেন ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী এবং অন্যান্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

সভা ০২/০২/২০১৭, ০৪/০২/২০১৭, ০৫/০২/২০১৭ ও ০৬/০২/২০১৭ তারিখে মিলিত হয়ে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের লিখিত বক্তব্য ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং সর্ব সম্মতিক্রমে ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে রিপোর্ট দাখিল করেন। অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন ফরিয়াদীর আর্জি সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিপক্ষ দাবী করেন যে দেশের অন্যান্য জাতীয় পত্রিকা গুরুত্ব সহকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর/প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে কিন্তু ফরিয়াদী উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কেবল প্রতিপক্ষকে হেনস্থা করার জন্য বর্তমান হেতুবিহীন মোকদ্দমা রুজু করেছে। পত্রিকা গুলো হলো ১। প্রথম আলো ১৯ জানুয়ারী ২০১৭ পরীক্ষায় টাঙ্গাইল জেলার প্রার্থীদের অস্বাভাবিক ভালো "মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি না মেনে নার্স নিয়োগের উদ্যোগ"

২। ভোরের কাগজ রবিবার ২২ জানুয়ারী ২০১৭ "নার্স নিয়োগে অনিয়ম বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা মহড়া"

৩। যায় যায় দিন শুক্রবার ২০জানুয়ারী ২০১৭ "উপাচার্যের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ সহ সহ-উপাচার্যের"

৪। বাংলাদেশ প্রতিদিন রবিবার ২৯জানুয়ারী ২০১৭ "বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট নার্স নিয়োগের অনিয়ম নিয়ে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি"

The Daily Star
date 20/01/2017

"VC of BSMMU assaults pro-VC"

Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) Vice Chancellor Prof Kamrul Hasan Khan yesterday reportedly assaulted a pro-VC of the institution over publishing of a report on nurse's recruitment in a Bangla Daily.

The VC pushed me in the chest and pressed against a wall at a metting at his conerence room where the proctor of the university also verbally abused me" Pro-VC (Academic) Prof ASM Zakaria Swapan alleged.

Both the VC and Proctor Prof Habibur Rahman Dulal denied the allegations.

"It is a blatant lie.Why will I assault him? I only wanted to pacify the pro-VC who had an altercation with the proctor during a metting" said the VC.

The proctor alleged that the pro-VC along with several others went to his office to beat him up.

Swapan, however, refuted the allegation

At the metting chaired by the VC, the pro-VC asked the proctor to leave as he was not entitled prompting the proctor to refuse and engage in a conflict, metting sources said.

Prof Sharfuddin Ahmed, another pro-VC (Administration), who was at the metting, said they became embarrassed over the incident. He said during the altercation between Swapan and Dulal, the VC triede to hold the pro-VC to calm him down.

"But I did not see whether the VC assaulted the pro-VC (Assault) might happen during the time to calm the situation" he said.

Abu Bakar Siddique, officer-in-charge of Shahbagh Police Station, told The Daity Star that the incident occurred due to internal feud of two groups of the university teachers.

The factions engaged in chase and counter-chase on the campus following the incident, the police official said.

The Daily Star
date 28/01/2017

"BSMMU recruits 200 nurses amid irregularities"

The authorities of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) have finalized the recruitment of 200 senior staff nurses amid allegations of anomalies in the process.

The list of the nurses finally selected was published on the BSMMU website on January25.

However, BSMMU Pro-Vice Chancellor ASM Zakaria said as per recruitment rules, the university syndicate had to approve the recruitment before finalization.

"The syndicate meets tomorrow (January28). Haw and why have the authorities rushed to finalise the recruitment" he asked.

The recruitment board was also not formed as per rules, Prof Zakaria told this correspondent over the phone yesterday.

Allegations run rife that 76 of the applicants of Tangail district got more than 80 marks in the written test. Of them, 23 were from Ghatail, the home upazila of VC Prof Kamrul Hasan Khan

There has been tension prevailing at BSMMU since January 19 as the VC reportedly assaulted Pro-VC (Academic) Prof Zakaria over corruption regarding nurses recruitment".

The VC, however, denied the allegation of assault.

On January 24, Health Minister Mohammed Nasim asked the BSMMU authorities to follo "alternative rules" in recruiting the nurses sivce there were allegations of corruption.

Taking to the Daily Star yesterday, the VC said there was no rule that the syndicate had to approve recruitment of nurses.

The syndicate needs to be reported after recruitment" he said, adding that there was no concrete allegation of irregularities in the nurse recruitment.

Regarding Nasim`s directives to follow "alternative rules", the VC said the minister in fact asked themto discuss the issue within themselves.

He said he sat with the pro-VCs and treasurer and disagreements were settled.

Prof Zakaria, however, said the nursw recruitment violated rules.

The Daily Star
date 04/04/2017

তদন্ত প্রতিবেদনটি বিষদভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে প্রতিবেদনটির কিছু কিছু অংশ আলোচনা সুবিধার স্বার্থে হুবহু উল্লেখ করা হলো; তবে অধ্যাপক ডাঃ এ এস এম জাকারিয়া প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) এর লিখিত বক্তব্যে সার সংক্ষেপ হুবহু উদ্ধত করা হলো

২। ব্রিগে, জেনা মোঃ আব্দুল্লাহ আল হারুন (পরিচালক হাসপাতাল) উপাচার্য মহোদয়

অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনঃ

১। অধ্যাপক ডাঃ এ.এস.এম জাকারিয়া, প্রো-ভিসি চ্যান্সেলর (শিক্ষা)

উপাচার্য আমার উপর ঝাপিয়ে পড়েন এবং পেছনের ফাইল র‍্যাকের সাথে আমাকে জাপটে ধরে বুকে আঘাত করতে থাকেন এবং গালিগালাজ শুরু করেন। কোন ব্যক্তির আগোচরে রেকর্ড করা এবং তা প্রকাশ করা তথ্য প্রযুক্তি আইনে দন্ডনীয় অপরাধ।

২। ব্রিগে. জেনা. মোঃ আব্দুল্লাহ-আল হারুন, পরিচালক (হাসপাতাল)

উপাচার্য মহোদয় Pro-VC (শিক্ষা) মহোদয়কে শারীরিকভাবে কোন আঘাত করেননি এবং proctor সাহেব চেয়ার টেবিলে লাফিয়ে উঠে Pro-VC (শিক্ষা) কে মারতে উদ্ধত হননি।

সম্পূরক প্রশ্নঃ

ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী, মাননীয় সাংসদ সদস্য

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, প্রো-ভিসি (প্রশাসন) বলেন, প্রো-ভিসি (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার নার্স নিয়োগের পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ডের দায়িত্ব ছিলেন। আমি ৩০/১২/২০১৬ তারিখে ইডেন মহিলা কলেজে লিখিত পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলাম এবং মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক হিসাবে পরীক্ষা নেই। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রো–ভিসি (শিক্ষা) পরীক্ষক হিসাবে মৌখিক পরীক্ষা নেন।

জনাব মোঃ ইফতেখার আলম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

অফিসের ষ্টোর রুমে রক্ষিত দুইটি আলমারিতে সংরক্ষণপূর্বক সীলগালা করা হয় এবং স্ট্রং রুমটিও সীলগালা করে রাখা হয় এবং স্ট্রং রুমের চাবি কমিটির সভাপতি মহোদয় তাৎক্ষনিক বুঝে নেন।

৩০/১২/২০১৬ তারিখ সকাল ০৮.০০ ঘটিকায় লিখিত পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ শহীদুল্লাহ শিকদার সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সীলড্ আলমারী খুলে প্রশ্নের খামসমূহ নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে ইডেন মহিলা কলেজে নেওয়া হয় এবং পরীক্ষা শেষে একই ভাবে OMR উত্তরপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। সভাপতি উপস্থিতিতে OMR উত্তরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য অধ্যাপক চৌধুরী ইয়াকুব জামাল বুঝে নেন। OMR শীট Randomize করে Manually মূল্যায়ন পূর্বক OMR মেশিনের মূল্যায়নের সাথে যাচাই করে শত ভাগ সঠিক পাওয়ার কমিটি ফলাফল চূড়ান্ত করে একই দিন বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপস্থিতিতে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের মডারেশন কক্ষসমূহ ও স্ট্রং রুম সিসি ক্যামেরার আওতাধীন। নার্স নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মডারেশন, মুদ্রন ও প্যাকিং সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও সত্যতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে।

অধ্যাপক ডাঃ চৌধুরী ইয়াকুব জামাল, চেয়ারম্যান, শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগ

অনুসন্ধান কমিটিতে তিনি কোন লিখিত বক্তব্য দেননি। কিন্তু তিনি অনুসন্ধান কমিটিতে সরাসরি বক্তব্য প্রদান করেছেন।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ রুহুল আমিন মিয়া, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ

ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী, মাননীয় সাংসদ ও সভাপতি মহোদয়ের প্রশ্ন- আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগে অধ্যাপনা করছেন? সাবেক প্রো-ভিসি (শিক্ষা) হিসাবে নার্স নিয়োগের পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

জনাব এ.আর আজিমুল হক (রায়হান), পরিচালক (আইটি সেল)

বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল গেটসমূহ বিভিন্ন ভবনের করিডোর/বারান্দা, ভিসি মহোদয়, প্রো-ভিসি মহোদয়গণ এবং কোষাধ্যক্ষ মহোদয়ের করিডোর/বারান্দায় আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ভিসি মহেদয়ের অফিস কক্ষে এবং তাহার অফিস সংলগ্ন সভা কক্ষে কোন আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়নি। ইতিপূর্বে স্থাপিত ভিসি মহোদয়ের অফিস কক্ষে একটি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছিল যা বর্তমানে অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে।

অধ্যাপক ডাঃ এম ইকবাল আর্সলান, ডীন, বেসিক সাইন্স এন্ড প্যারা ক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদ

অনুসন্ধান কমিটিতে অধ্যাপক ডাঃ এম ইকবাল আর্সলান কোন লিখিত বক্তব্য দেননি। কিন্তু তিনি অনুসন্ধান কমিটিতে সরাসরি বক্তব্য প্রদান করেছেন।

অনুসন্ধান কমিটির সভাপতি মহোদয় ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় তিনি জানান যে, ১৮/০১/২০১৭তারিখ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ত্যাগ করে, ১৯/০১/২০১৭ তারিখ তিনি পাংশা ছিলেন। ২০/০১/২০১৭তারিখ রাতে ঢাকা ফেরার পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা জানতে পারে। ভিসি কর্তৃক প্রো–ভিসিকে লাঞ্ছিত করার বিষয়ে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু বিষয়টি জানার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কাউকে ফোনে পাইনি। পরে প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক এ.এস.এম জাকারিয়া ফোন করে Emotionally কথা বলেন।

ডাঃ বিজয় কুমার পাল, সহযোগী অধ্যাপক, পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স

প্রো-ভিসি (শিক্ষা) স্যারের রুম থেকে ফিরে আসার পথে উপাচার্য মহোদয়ের করিডোরে প্রক্টর, ডাঃ বিরু সহ আরো অনেক বহিরাগত তাদের উপর হামলা চালায় এবং উপ-উপচার্য (শিক্ষা) মহোদয়কে অশ্লীল গালিগালাজ করতে থাকেন।

পর্যালোচনাঃ

অনুসন্ধান কমিটিতে উপস্থাপিত অডিও রেকর্ডটি ৩২ মিনিট ২৫ সেকেন্ড। সুতরাং অডিও রেকর্ডটি ৩ বার এডিট করে ৫ মিনিট করার বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অডিও রেকর্ডে উপাচার্য মহোদয় কর্তৃক প্রো-ভিসি (শিক্ষা) কে শান্ত করার প্রচেষ্টা প্রতিয়মান হয়েছে।

অনুসন্ধান কমিটিতে উপস্থাপিত নির্বাক ভিডিও ক্লিপটি ০৮মিনিট ১৮ সেকেন্ডের। উক্ত ভিডিওতে ১৯/০১/'২০১৭ তারিখ প্রো-ভিসি (শিক্ষা) এর নেতৃত্বে কিছু ব্যক্তির প্রক্টর অফিস রুমে প্রবেশ ও বের হওয়ার দৃশ্য ধারণ করা আছে। প্রো-ভিসি (শিক্ষা) কর্তৃক প্রক্টরকে গালি গালাজ করার বিষয়টি নির্বাক ভিডিওতে বোঝা যায়নি। ভিসি মহোদয় অফিস কক্ষ ও কনফারেন্স রুম সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত ছিল না। সুতরাং ভিসির কনফারেন্স রুমের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখার দাবী অবান্তর।

১৯/০১/২০১৭ তারিখ বেলা ১১.৩০ মিনিট উপাচার্য মহোদয়ের অফিসের করিডোরে প্রো-ভিসি (শিক্ষা) এর সমর্থিত কতিপয় শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মকতা এবং প্রক্টর এর সমর্থিত চিকিৎসকদের মধ্যে বাদানুবাদ ও উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি করার ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ বিজয় কুমার পালের স্বীকারোক্তি, ভিডিওতে ধারণকৃত তাঁর উপস্থিতি ও ডাঃ বিজয়ের ভূমিকার ব্যাপারে প্রক্টরের লিখিত দাবী প্রমাণিত হয়েছে। ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করে ঘটনাসমূহের সাথে ডাঃ বিজয় কুমার পাল সহ কয়েক জন শিক্ষক ও চিকিৎসকের সংশ্লিষ্টতা প্রতিয়মান হয়েছে। মাননীয় উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) মহোদয়ের তাৎক্ষনিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ মোতাবেক পরিচালক (হাসপাতাল) মহোদয় পুলিশের সহায়তা নিয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নিয়ন্ত্রন করেন।

এই মামলাটির প্রসংগে জনাব গোলাম সারওয়ার সম্পাদক **"সমকাল"** এর প্রবন্ধ পিআইবি কর্তৃক হলুদ সাংবাদিকতা পুস্তকে প্রকাশিত খুবই প্রাসংগিক বিধায় উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্বৃত করা হলোঃ-